জন্ম ঃ ২৪.০৯.১৯৫১ মৃত্যু ঃ ১৫.০৪.২৪

স্মরণে ও মননে

কমরেড অশোক কুমার রায়

সমবায় সংগ্রাম পত্রিকার শ্রদ্ধাঞ্জলী

কমরেড অশোক কুমার রায় স্মরণে

গঙ্গাধর মন্ডল

কেন ভারত বর্ষের জনগণের এই দুর্গতি ? তার কারণ ব্যাখ্যায় অশোকদা বলতেন দেশীয় পুঁজিবাদী শোষণ। জনগণের সুস্থ ভাবে বাঁচার স্বাধীনতা আসেনি, এসেছে পুঁজিপতিদের লুণ্ঠনের স্বাধীনতা, শোষণের স্বাধীনতা। তিনি বলতেন সমাজ শ্রেণী বিভক্ত। একটি হল শিল্পপতিদের রাজনীতি, বড় বড় ব্যবসায়ীদের রাজনীতি, লুণ্ঠনের পক্ষে রাজনীতি। তাদের স্বার্থ রক্ষা করার রাজনীতি। আরেকটি রাজনীতি যারা শোষিত জনগণের হয়ে লড়াই করে, সংগ্রাম করে অশোকদা এই লক্ষ্যেই কাজ করতেন।

অশোকদার জন্ম ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫১ সালে। চাকুরী করতেন নৈহাটী-ভাটপাড়া শহর সমবায় ব্যাঙ্কে। গত ১৫ই এপ্রিল, ২০২৪ রাত ৯ টা ৪০ মিনিটে তিনি পরলোক গমন করেন। বামপন্থী আন্দোলন এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে একজন বীর যোদ্ধা, সমবায় কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব এবং সৃজনশীল কর্মীকে আমরা হারিয়েছি। ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর জীবন ছিল বিপ্লবের প্রতি পূর্ণ নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত। কমরেড অশোক রায় বহু শ্রমিক সংগ্রামের নেতৃত্ব দেন এবং তাঁর শেষ জীবন পর্যন্ত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। আমাদের ABCBEF-এর সভাপতি ছিলেন মৃত্যুদিন পর্যন্ত। বিগত বেশ কয়েক দশক ধরে রাজ্য সংগঠনের ও সর্বভারতীয় সংগঠনে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

স্কুল জীবন কেটেছে ভাটপাড়ার অমরকৃষ্ণ পাঠশালায়। কলেজ জীবন কেটেছে বঙ্গবাসী কলেজে। অর্থাভাবে আরও উচ্চ শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন জ্ঞানের আধার। কমরেডে অশোক রায় অনেক ঘাতপ্রতিঘাতের মধেও ভাটপাড়-নৈহাটী শহর সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ব্যাঙ্কের চাকুরীতে যোগদান থেকেই কমরেড অশোক রায় শুধু যে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম বা গ্রাহকদের ব্যাঙ্ক পরিষেবা দিতে ব্যাস্ত থাকতেন তা নয় বরং কর্মচারীদের জীবনজীবিকার মান কিভাবে উন্নত করতে পারেন তার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন তাঁর পুরো জীবন ধরে। সমস্ত সমবায় আইনকানুন এবং শ্রম আইনের নিয়মাবলী, পি.এফ, পেনশন সংক্রান্ত ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যাঙ্কিং সার্কুলারগুলি সম্পর্কে অবগত থাকতেন। তিনি এই ভাবে সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের মনের মনিকোঠায় স্থান নিয়েছিলেন। তিনি সমবায় আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে নিজের জেলা থেকে রাজ্য, রাজ্য থেকে সর্বভারতীয় স্তরে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেনগ্ধ তিনি আমাদের AICBF-এর ট্রেজারার ও পরবর্তীকালে সহ সভাপতির পদে ছিলেন। কমরেড অশোকদার একজন অনুগামী হিসাবে স্পষ্ট-দক্ষতা লক্ষ্য করেছিলাম। তিনি শ্রমিক মেহনতী মানুষের আন্দোলন করার জন্য সদর্থক ভূমিকা পালন করতেন। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সমস্ত বিচুতি সম্পর্কে তাঁর চমৎকার উপলব্ধি ছিল। যার ফলে তাঁকে বিভিন্ন সময়ে কর্মকর্তাদের ষড়যন্ত্রের মধ্যেও পড়তে হয়। পাশাপাশি শ্রমিক কর্মচারীদের সংগ্রামের বিরুদ্ধে সংস্কারবাদী তথাগথিত প্রগতিশীল নামক ট্রেড ইউনিয়নগুলিকেও ব্যর্থ করতে লড়াই চালিয়ে গেছেন।

কমরেড অশোক রায় অকথ্য স্থিতিস্থাপকতা প্রদর্শন করতেন এবং কর্মকর্তাদের দ্বারা অনেক আক্রমণও প্রতিহত করেছেন। রাজ্য সংগঠনের সমস্ত ইউনিটগুলি তাঁর কাছ থেকে উপকৃত হয়েছেন। আমাদের নিজস্ব ইউনিট তমলুক-ঘাটাল সেন্ট্রাল কো- অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশন সব সময়ই তাঁর সাহায্য সহযোগিতা ও সহানুভূতি পেয়ে এসেছিল। আমাদের সমস্ত আন্দোলন সংগ্রামে সাথী ও পরামর্শদাতা ছিলেন। হায়ার পেনশন স্কীম নিয়ে তিনি আমাদের এখানে বহুবার সভা করেছেন। এবং সহজ সরল ভাষায় আমাদের সদস্য বন্ধুদের বোধগম্য করেছিলেন। আমরা কিছুতেই ভুলিতে পারিনা তাঁর এই সহযোগিতা ও সহমর্মিতা।

করোনা মহামারীর সময়েও যেখানে মানুষ বাড়ীর বাইরে বেরোতে পারছিল না সেই সময়েও তিনি ও কমরেড তপনদার সাথে এসে আমাদের পে-স্কেল করতে বেশ কয়েকবার এসেছিলেন। কলকাতা থেকে তমলুক কখনও কলকাতা থেকে দীঘায় একাদশ দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি মেনে পে-স্কেল করতে এসেছিলেন। তাঁর এই অদম্য সাহস ও সহযোগিতার কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ। সমবায় ব্যাঙ্কের দ্বিস্তর প্রথা নিয়ে ফেডারেশন যে আন্দোলন শুরু করে সেই সম্পর্কিত সমস্ত সার্কুলার ও কর্মপন্থা নিয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল থাকতেন। কমরেড অশোকদার জ্ঞানের গভীরতা, সংগঠন করার দক্ষতা, জনসংযোগ করার যোগ্যতা ও নেতৃত্ব কোথায় কিভাবে কথা বলতে হয় তা শিক্ষনীয়। স্লোগান দেওয়া, বক্তৃতা করা, নির্ভীকতা, নিঃস্বার্থপরতা, স্বজন পোষণ না করা, সর্বপরি সততা ও নিষ্ঠা আজ যেটা অনেকের মধ্যে বিরল। কমরেড অশোক রায়ের অসময়ে চলে যাওয়া এটা শুধু তাঁর পরিবারের ক্ষতি নয় এটা সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের এক অপুরনীয় ক্ষতি, সমবায় আন্দোলনের ক্ষতি, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনেরও ক্ষতি।

কমরেড অশোক রায় লাল সেলাম

কমরেড অশোক রায় অমর রহে।।

সাধারণ সম্পাদকের কলমে

৫৮তম প্রতিষ্ঠা দিবসের লগ্নে বার বার করে একজনের অভাব বোধ করব, সে আমাদের প্রয়াত অশোক রায়। ২৪শে সেপ্টেম্বর অশোকের জন্মদিন, সে নেই আর আমাদের ২৬শে সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠা দিবসে ও নেই। কিন্তু অশোক আছে এবং থাকবে। নিখিল বঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে থাকবে।

তপন কুমার বোস

২৬শে সেপ্টেম্বর ২০২৪ নিখিল বঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের ৫৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করুন।

সম্পাদকীয়র পরিবর্তে

তুমি রবে নিরবে

গত ২১/০৪/২০২৪ প্রয়াত (১৫/০৪/২০২৪) কমরেড অশোক কুমার রায় রাজ্য কমিটির সভাপতি ও নিখিল ভারত সমবায় ব্যাংক কর্মচারী ফেডারেশনের সহসভাপতি এর স্মরণ সভা রাজ্য সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। দুই মেদিনীপুর বাকুড়া বর্ধমান নদিয়া ও অন্যান্য জেলা থেকে তীব্র তাপ প্রবাহকে উপেক্ষা করে কমরেডদের এই সভায় উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। অশোক দার স্মৃতি চারনা করতে গিয়ে অনেকে আবেগ তাড়িত হয়ে পড়েন। কমরেড অশোক কুমার রায় এর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে গিয়ে বক্তাদের কথায় যে বিষয় গুলি সামনে আসে তা হলো তিনি ছিলেন সকলের প্রিয় অশোক দা। সমবায় ব্যাংক কর্মচারী আন্দোলনে, তা রাজ্য ও দেশে একজন অগ্রনী পথ প্রদর্শক তথা গুরুত্বপূর্ণ নেতা। অশোকদা ছাত্র জীবনে ই বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। এবং পরবর্তীতে কমিউনিস্ট মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন এবং আমৃতু পার্টির হয়ে নি:স্বার্থ ভাবে জনগণের জন্য কাজ করে গেছেন। তার নশ্বর দেহটিও চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির জন্য দান করে গেছেন।তিনি একজন প্রচার বিমুখ মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কারোর কাছে মুখ ফুটে নিজের জন্য কিছু চাইতেন না। নিজে হায়ার পেনশন পাবেন না জেনেও এই ক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছেন। যা সমবায় ব্যাংক কর্মচারীরা চিরদিন মনে রাখবে।

শোক প্রস্তাব

এই সভা অত্যন্ত দু:খের সঙ্গে ও বেদনাহত চিত্তে মন করে কালের প্রবাহে হয়তো শূন্য স্থান পূরন হয়ে যাবে কিন্তু অশোকদার না থাকায় আমাদের মাঝখানে যে শূন্যতা তৈরী হলো তা কখন-ই পূরন হওয়ার নয়। আমরা একজন সত্যিকারের অভিভাবকে হারালাম। আজ আমরা সঙ্ঘ বদ্ধভাবে সঙ্কল্প নেব আপনার প্রদর্শিত পথ থেকে আমরা বিচু ত না হই। আপনার কর্মনিষ্ঠা আমাদের সর্বসময়ের প্রেরনা ও দিকনির্দেশ হয়ে থাকুক। আপনি নিরবে আজও আছেন আমাদের মাঝে আপনার কর্মে, আপনার ভাবনায়, আপনার অনুপ্রেরণায়। আমরা সমবেত ভাবে ইশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আপনার পরিবারের সকল সদস্যদের এই দু:সহ সময় কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেন।

কমরেড অশোক কুমার রায় অমর রহে।

কমরেড অশোক কুমার রায় লাল সেলাম।

কমরেড অশোক কুমার রায় তোমায় আমরা ভূলছি না ভুলবো না।

প্রিয় কমরেড অশোক দা

অমরনাথ বেরা

অশোক দার সঙ্গে আমার কোথায় কখন আলাপ হয়েছিল আজ আর ঠিক মনে পড়ে না। যতদূর মনে পড়ছে গত শতাব্দীর আশির দশকের শেষ বা ৯০দশকের গোড়ায় ফেডারেশনের অফিসেই আলাপ হয়। সেই পরিচয় ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতায় পরিনত হয়।

জীবনে চলার পথে এমন কিছু মানুষের সংস্পর্শে এসেছি যাদের কাছ থেকে প্রকৃত মানুষ হওয়ার গুনাবলী শিখতে পারার সুযোগ এসেছে। অশোকদা তাদের মধ্যে এক জন।

অশোকদার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আমার বিশেষ কিছু জানা নেই। যেটুকু জেনেছি তিনি ছিলেন একজন অকৃতদার। ভাই বোন ও পড়শীদের নিয়েই ছিল তার সংসার। ভাটপাড়া নৈহাটি কো অপারেটিভ ব্যাংক এ চাকরি করতেন। তিনি যা রোজগার করতেন তাতে তিনি অনায়াসে সচ্ছল জীবন যাপন করতে পারতেন। তার সহজ সরল জীবন যাপন তাকে করে তুলেছিল সকলের প্রিয় অশোকদা। তিনি যা কিছু পেয়েছেন তার যোগ্যতা তেই পেয়েছেন। আমাদের রাজ্য ফেডারেশনের বিভিন্ন পদ অলংকৃত করেছিলেন। প্রথমে রাজ্য কমিটর সদস্য তারপর একে একে বিভাগীয় সম্পাদক, সহকারী সাধারণ সম্পাদক, পরিশেষে সর্বোচ্চ সভাপতি হিসেবে দায়িত্বও যোগ্যতার সাথে সামলেছেন। তিনি সর্ব ভারতীয় ফেডারেশনের প্রথমে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পরে দীর্ঘ দিন কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব সামলেছেন।

সমবায় ব্যাংক কর্মচারী দের কাছে তিনি ছিলেন একজন শিক্ষকের মতো। সমবায় আইন ও রিজার্ভ ব্যাংকের সার্কুলার সম্বন্ধে তার গভীর পড়াশোনা ছিল।

তিনি পাবেন না জেনেও Higher Pension নিয়ে তার উতসাহ উদ্দিপনা ও পড়াশোনা ছিল শেখার মতো। এ বিষয়ে কর্মচারীদের বোঝানোর ব্যাপারে তিনি ছিলেন একজন অক্লান্ত। আজ বহু কর্মচারী এর সুফল পেতে শুরু করেছেন। তিনি কেবলমাত্র সমবায় ব্যাংকের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না, দেশ দুনিয়ার বিভিন্ন ঘটনাবলি ও তার সামাজিক রাজনৈতিক প্রভাব বিষয়ে মতামত সামজিক মাধ্যমে জানাতেন। এই তো কয়েক দিন আগেও ভাটপাড়া থেকে নিয়মিত ফেডারেশনের অফিসে এসে তার নির্দিষ্ট আসনে বসে কম্পিউটার খুলে দুটি সংগঠনের যাবতীয় কাজ করতেন। হায়দ্রাবাদ সম্মেলন উপলক্ষে শারীরিক অসুস্থতা নিয়েও কাজ করে গেছেন। হায়দ্রাবাদ সম্মেলনে তার সমুজ্জ্বল উপস্থিতি ,কি সম্মেলন কক্ষে অথবা আমাদের সাথে হোটেলে, ছিল লক্ষ্য করার মত।

অশোকদা আমাদের মধ্যে নেই এটা ভাবতেই পারছি না। রাজ্য ফেডারেশনের অফিসের সমস্ত জিনিসেই তার স্পর্শ লেগে আছে। আমি একজন ভালো মানুষের সংস্পর্শ থেকে চিরদিনের মত বঞ্চিত হলাম।

একজন নির্ভিক ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে হারালাম

অমরেন্দ্রনাথ পোদ্দার

১৯৬৮ সাল থেকে সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী রাজ্য সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকার সুবাদে ১৯৮০ দশকে কমঃ অশোক রায়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয় । অশোক রায় ভাটপাড়া নৈহাটি আরবান ব্যাঙ্কের সাধারণ কর্মী থেকে ম্যানেজার পদে দীর্ঘদিন নিষ্ঠা ও সুনামের সঙ্গে কাজ করেছিল। ব্যাঙ্কে তার কাজের নিষ্ঠা ও সততা অন্যান্য সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মজীবনে কাজের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের জীবন জীবিকার প্রশ্নে ব্যাঙ্কে কর্মচারীদের নিয়ে সংগঠন গড়ে তুলেছিল। সেই সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়ে সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছে। তার নিজের সংগঠনের প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্য সংগঠন

''নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের নেতৃত্বে যুক্ত হয়ে আমৃতু কাল নানা পদে থেকে তার সাংগঠনিক দক্ষতা রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের কাছে সমাদৃত হয়েছে। গত বছর (২০২৩) কৃষ্ণনগরে রাজ্য সম্মেলনে প্রতিনিধিরা অশোক রায় কে সংগঠনের সর্বোচ্চ সভাপতি পদে নির্বাচিত করেন। তার একনিষ্ঠতা ও দক্ষতা সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সর্বভারতীয় সংগঠন ''নিখিল ভারত সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের কোষাধ্যক্ষও শেষে সহ-সভাপতি পদে আসীন ছিল।

রাজ্যে সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সঙ্গে তার মধুর সম্পর্ক ছিল। সকলের বিপদে নিজেকে সঁপে দেওয়া এবং নানাভাবে পরামর্শ দিয়ে সংগঠনকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব পালন করেছে, আমৃতু কাল পর্যন্ত।

আপনারা সকলেই জানেন আমাদের রাজ্য সংগঠনের দৈনন্দিন কাজের জন্য কিছু দিন থেকে কর্মীর বড়ই অভাব চলছিল তার প্রধান কারন রাজ্যে ওয়েসকার্ড ব্যাঙ্ক ছাড়া সকল সমবায় ব্যাঙ্ক জেলাস্তরে অবস্থিত অতএব সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকাংশ সদস্য জেলা থেকে নির্বাচিত। তারা সকল সময় দূরত্বের জন্য রাজ্য অফিসের ও সংগঠনের কাজে বেশী করে লিপ্ত হতে পারে না। সাধারণ সম্পাদক তপন বোস ও সভাপতি অশোক রায়ের উপরকাজের চাপ পড়তো । অশোক রায় অফিসের কাজ ও সংগঠনের কাজ একনিষ্ঠভাবে করে গেছে। আলোচনার মাধ্যমে সাধারণ সম্পাদক দুঃখের সঙ্গে বলছিলেন ''অশোকের অভাব আজ খুব বড় করে দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে ট্রেড ইউনিয়নে আন্দোলনে কাজে নেতা ও কর্মীর অভাব লক্ষ্যনীয় যেখানে অশোক রায় আমাদের মধ্যে আদর্শ হয়ে বেঁচে থাকবে।

কমঃ অশোক রায় ট্রেড নিয়ে চর্চা যেমন করতেন তেমনই কর্মচারী সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের পরিধি ছিল প্রশংসনীয়। সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পি.এফ. পেনশনের বিষয়ে আমাদের মধ্যে তার পড়াশোনা অনেক বেশি ছিল। রাজ্যে সকল জেলায় কর্মীদের হায়ার পেনশন পাওয়ার ব্যাপারে নানা বিষয়ে ও কোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করছেন। সকল বিষয় বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে বক্তব্য পেশ করতে দক্ষ ছিল।

ব্যক্তি জীবনে, সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্থ ছিল। পরিবরের প্রতি তার ছিল অগাধ কর্তব্যবোধ। তার পরিবার বলতে ছিল মা, ভাই বোন। সারা জীবন তাদের ভাল মন্দের দিকটা বড় করে দেখেছে। পরিবারের বাইরে এলাকায় সামাজিক কর্তব্য থেকে বিচুত হয়নি।

সে যে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল সেখানে থেকে রাজনীতি, সমাজনীতি, কর্তব্যবোধ ও দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হয়েছে। আমার সঙ্গে রাজনৈতিক বিতর্ক থাকলেও তার কাজ ও ব্যবহারের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ছিল।

৪০ বছরে বেশী সময় একসঙ্গে চলেছি - এই চলার পথের কত কথা মনে পরে। বিভিন্ন জেলায় একসঙ্গে সংগঠনের কাজে গিয়েছি নানা আলোচনা হয়েছে সমবায় আন্দোলন, সমবায় ব্যাঙ্কের কাঠামো পরিবর্তনের মাধ্যমে একত্রিকরন ও নানা বিষয়। সকল ভাবনার মধ্যে সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের জীবন জীবিকার আরও উন্নতি ও সমবায় আলোচনার মাধ্যমে গ্রাম বাংলার অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রাধান্য পেয়েছে। আশা করি আমাদের স্বপ্ন রূপায়িত করবে আগামী প্রজন্ম।

নিজের জীবনের চেয়ে কাজ ও কর্তব্যকে বেশী করে গুরুত্ব দিতো। হায়দারাবাদে কেন্দ্রীয় সম্মেলনে কঠোর পরিশ্রমে অসুস্থ অবস্থায় ফিরে হাসপাতালে সুচিকিৎসার জন্য ভর্তি হলেও আর ফিরে আসা হয়নি। প্রতিশ্রুতি রাখতে দেহদান করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেল।

ফেডারেশন হারালো একজন কর্মনিষ্ঠ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠককে আমি হারালাম একজন ভাই, বন্ধু ও নেতাকে।

কম, অশোক কুমার রায়ের সংগ্রামী জীবনের কিছু সস্মৃতিরোমন্থন ও শ্রদ্ধাঞ্জলী

কম. অশোক কুমার রায়, সমবায় ব্যাংক কর্মচারী আন্দোলনের একজন অগ্রনী পথপ্রদর্শক তথা অবিসংবাদিত নেতৃত্ব, গত ১৫ই এপ্রিল ২০২৪ রাত ১:৪০ মিনিটে পার্থিব জগৎ এর মায়া ত্যাগ করে সাধোনচিত ধামে গমন করেছেন। ২৭শে মার্চ ২০২৪ শেষ সর্বভারতীয় হায়দ্রাবাদ কনফারেন্সন থেকে অসুস্হতা নিয়েই বাড়ী ফিরে আসেন এবং বাড়ী ফিরে ঐ দিনই জে.এন.এম.হসপিটালে ভর্তি করতে হয় শ্বাসকষ্ট জনিত কারণে এবং ২/৩ দিন পর বাড়ী ফিরে আসেন এবং আবারও হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় এভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর বেশ কিছুদিন সাগর দত্ত হাসপাতালের বেডে শুয়ে প্রতিনিয়ত মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে শেষে মৃত্যু নামক নিয়তির কাছে হার মানতে বাধ্য হন। অশোকদার জন্ম ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৫১। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। স্কুল জীবন কেটেছে ভাটপাড়া অমরকৃষ্ণ পাঠালায়। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বায়ো সায়েন্স নিয়ে স্নাতক হন। আর্থিক সংকটের কারনে উচ্চশিক্ষালাভে বঞ্চিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে জীবিকার অন্বেষনে ১৯৭৭ সালের ১৬ই জানুয়ারী ভাটপাড়া নৈহাটী কোঃ অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাংক লিঃ এ কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ পান। ব্যাংকে যোগদানের পর থেকেই একজন মনে প্রাণে সমবায়ী ব্যাংক কর্মচারী হিসেবে কিভাবে ব্যাংক এবং গ্রাহক পরিষেবা উন্নততর করা যায় সেদিকে সদা সতর্ক ছিলেন। মূলতঃ অশোকদা ও কিছু সহকর্মীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ঐ প্রতিষ্ঠানটি পরবর্তীতে আর.বি.আই থেকে ব্যাংকিং লাইসেন্স পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন এবং ভাটপাড়া নৈহাটী কোঃ অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাংক লিঃ থেকে ভাটপাড়া নৈহাটী কোঃ অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ এ উন্নীত হয়। ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানটি ঐ অঞ্চলের সকল মানুষের কাছে একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠে। ঐ সময় তৎকালীন কিছু সম মনভাবাপন্ন সহঃ কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে সঙ্গবদ্ধ হয়ে একটি ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করেন আজকে যা ভাটপাড়া নৈহাটী কোঃ অপারেটিভ ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন নামে পরিচিত যা বর্তমানে নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাংক কর্মচারী ফেডারেশনের অধীনে একটি ইউনিট। তার শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংগঠনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব তথা সদউপদেশ দিয়ে গিয়েছেন। অশোকদাকে আমরা যতটুকু চিনেছি বা বুঝেছি একজন প্রচার বিমুখ মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ব্যাংকের কর্মচারী হিসাবে বা পার্টি সদস্য হিসেবে কোনোদিন নিজের জন্য মুখফুটে কিছু চাইতেন না। যখনই কোনো সমস্যায় পড়েছি দৌঁড়ে গিয়েছি ঐ মানুষটার কাছে এবং সবসময় সর্বতভাবে যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন এবং সঠিক উপদেশ দিয়েছেন। অশোকদা এই সংগঠনের ছত্রছায়ায় সকলকে সঙ্গবদ্ধ করে ব্যাংক কর্মচারীদের জীবন জীবিকার প্রশ্নে বিভিন্ন সময় লড়াই চালিয়ে গেছেন কখনও সফল হয়েছেন বা কখনও হননি কিন্তু লড়াই এর পথ থেকে পিছু হটেনি। A.J.B.E.A. এর Bipartite Settlement থেকে মূল বেতন কাঠামো কর্মচারীদের স্বার্থে লাও করার জন্য Industrial Tribunal পর্যন্ত লড়াই করেছেন এবং সফল হয়েছেন। এই রকম বিভিন্ন দাবী দাওয়ার প্রশ্নে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অর্থাৎ হাসপাতালের বিছানায় বসে সকলকে সংগঠিত করার প্রচেষ্টা সর্বদা করে গেছেন। সর্বশেষ আজকের দিনের জলন্ত সমস্যা সমবায় কর্মচারীদের হায়ার পেনশন এর ক্ষেত্রেও তিনি অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছেন। Pension under EPS 1995 যাতে সকলে অর্জন করতে পারে তারজন্য প্রতিটি ইউনিটের সকল সদস্য/সদস্যাগনের কাছে পৌঁছে তাদের গাইড করার কাজ আমৃতু পালন করে গেছেন অথচ তিনি মাসে ১২০০ টাকা পেনশন নিয়ে ৩১শে সেপ্টেম্বর ২০১২ সালে অবসর গ্রহন করেছিলেন। প্রয়াত অশোকদা ছিলেন আদ্যপান্ত নিরহঙ্কার, নির্লোভ, পরোপকারী, বন্ধুবৎসল ও সদালাপী একজন মানুষ। একটি রাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থন থাকলেও পেশাগত দায়িত্ব পালনে তিনি তাঁর রাজনৈতিক আদর্শকে কখনও গুলিয়ে ফেলেননি। অশোকদা

তাঁর কর্মজীবনের পুরোটাই ভাটপাড়া নৈহাটী কোঃ অপারেটিভ ব্যাংকের হয়ে অত্যন্ত সৎ ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে গেছেন। তৎকালীন পশ্চিমবাংলায় শিক্ষিত মহলে কমিউনিজম এবং বামপন্থার প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল। ফলে সেই সময়ে যারা গড়ে উঠেছিল, কম-বেশি সকলের মধ্যে এসবের কিছু প্রভাব ছিল। অশোকদা ছাত্রজীবনে ১৯৬৭ ৬৮ ঐ সময়কালে বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং পরবর্তীতে বামপন্থা ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহন করেন। অশোকদার রাজনৈতিক কর্মকান্ডের বেশীরভাগ সময় ভাটপাড়া ও কাঁকিনাড়া রথতলা

অঞ্চলের মধ্যে বিস্তৃত ছিল। রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবেও অশোকদা একজন বিরল প্রতিভার মানুষ ছিলেন যার জ্ঞানের গভীরতা, সাংগঠনিক দক্ষতা, বক্তৃতা করা, দেওয়াল লিখন, নির্ভীকতা, স্বজনপোষন না করা, সর্বোপরি সততা ইত্যাদি ছিল প্রশ্নাতীত। আমরা প্রত্যেকেই জানি, যে কোনও সমাজেই যে মূল্যবোধের চর্চা চলে, আমরা যাকে সামাজিক মূল্যবোধ বলি, তাকে ভিত্তি করে সামাজিক বিবেক জন্ম নেয় এবং এই সামাজিক বিবেককে ভিত্তি করেই ব্যক্তিবিশেষের বিবেক গড়ে ওঠে। আজ আমরা দেখছি, সমাজে কোনও মূল্যবোধই নেই- সম্পূর্ণ শূন্যতা। একটা মূল্যবোধ থাকলে তাকে আর একটা নতুন মূল্যবোধের স্তরে উন্নীত করা সহজ। কিন্তু যেখানে কোনও মূল্যবোধই নেই, মূল্যবোধের প্রয়োজনবোধই নেই, প্রায় সম্পূর্ণ বিবেকবর্জিত মানসিকতা; তাকে পরিবর্তন করা অনেক কঠিন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে লড়াই চালিয়ে গেছেন এবং আমৃতু পার্টির হয়ে নিঃস্বার্থভাবে মানুষের সেবার জন্য কাজ করে গেছেন এবং একই সাথে পার্টির ঝাণ্ডাটা ও ফেডারেশনের ঝাণ্ডা বহন করে গেছেন।। অশোকদা ওনার জীবনের শেষ ৫-৭ বছর শারীরিকভাবে খুব একটা সুস্হ ছিলেন না তিনি Acute COPD Patient ছিলেন এবং অবসরোত্তর জীবন খানিকটা আর্থিক অপ্রতুলতার মধ্যে দিয়ে নির্বাহ করেছেন যার ফলে তিনি নিজের শরীরের প্রতি নজর দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন সেভাবে কখনো অনুভব করেন নি, তা না হলে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা কেউই ভাবিনি যে অশোকদা এত তাড়াতাড়ি আমাদের সকলকে ছেড়ে চিরবিদায় নেবে। আজকের আমরা বিনম্রচিত্তে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, আপনি ছিলেন বলে আমরা কর্মচারী হিসাবে আমাদের অনেক দাবিদাওয়া / অধিকার আদায় করতে সক্ষম হয়েছি। অশোকদা নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাংক কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি হয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দায়িত পালন করেছেন এবং সবশেষে তিনি হায়দ্রাবাদ কনফারেন্স এ AICBEF এর সহঃসভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। আজকে আমরা মনে করি আপনার চলে যাওয়ার মধ্যদিয়ে যে শূন্যস্থান সৃষ্টি হলো সেটি হয়তো সময়ের সাথে পূরন হয়ে যাবে কিন্তু আপনি না থাকায় আমাদের মাঝখানে যে বিরাট শূন্যতা তৈরী হলো সেটা কখনই পূরন হওয়ার নয়। আমরা একজন সত্যিকারের অভিভাবককে হারালাম যেটা আমাদের কাছে এক অপুরনীয় ক্ষতির সমান। আপনি আমাদের স্মৃতিতে চিরকাল উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো বিরাজমান থাকবেন এই আশা রাখি। আমরা সম্মিলিতভাবে সঙ্কল্প নিচ্ছি যে আপনার প্রদর্শিত পথ থেকে আমরা যেন বিচু ত না হই। আপনার কর্মনিষ্ঠা আমাদের সর্বক্ষনের প্রেরনা ও দিকনির্দেশ হয়ে থাকুক। আপনার অমর আত্মাকে সমবায় ব্যাংক কর্মচারী আন্দোলনের সাথে যুক্ত প্রত্যেক সমবায়ী বন্ধুর পক্ষ থেকে সশ্রদ্ধ প্রনাম জানাই। আপনি আজও আছেন আমাদের মাঝে আপনার কর্মে, আপনার ভাবনায়, আপনার অনুপ্রেরনায়। আপনি যেখানেই থাকুন শান্তিতে থাকুন এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আপনার পরিবারের সমস্ত সদস্যদের এই সংকটময় মুহূর্ত কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেন। অশোকদা অমর রহে।

Bhatpara Naihati Emp. Association